Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীদের কর্মসংস্থান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আবদুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আকলিমা হক

রোলঃ ২১৫০০৮০৪

৪ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীদের কর্মসংস্থান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আবদুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আকলিমা হক

রোলঃ ২১৫০০৮০৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ইসলামে নারীদের কর্মসংস্থান” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আকলিমা হক, আইডিঃ ২১৫০০৮০৪ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আবদুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ইসলামে নারীদের কর্মসংস্থান” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি আবদুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

আকলিমা হক

আইডিঃ ২১৫০০৮০৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	**পৃষ্ঠা সংখ্যা**
ভূমিকা	৫
ইসলামী আইনে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	৯
নারীর কর্মসংস্থান	১২
নারীদের জন্য ঘরের বাইরে চাকুরী বা কাজ করার	
হুকুম কী?	১৭
ইসলামের স্বর্ণযুগে নানা পেশায় নারী	১৮
নারীদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং মাহরাম রেখে দূরে বসবাস ও সহশিক্ষা	২২
মহিলাদের জন্য ডাক্তারী পেশা গ্রহণের হুকুম কী?	২৪
হারাম কাজ হয় এমন হোটেলে চাকুরী করার হুকুম কী?	২৬
নারীর কর্মসংস্থান: বিশিষ্টজনের দৃষ্টিভঙ্গি	২৭
খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু কি মুমিন নারীদের ব্যবসার আইডল	৩১
গৃহবিমুখ নারী: পরিপ্রেক্ষিত সামাজিক অবক্ষয়	৩৪
মুসলিম বোনদের জন্য লাভজনক হালাল চাকরি	৩৯
উপসংহার	৪২

ভূমিকা

মহান আল্লাহর নিপুণ হাতে তৈরি অন্তহীন এ বিশ্বচরাচর। তিনি বিচিত্র সৃষ্টির অনুপম সৌন্দর্যে সাজিয়েছেন মহাজগতের দেহসৌষ্ঠব। সৃষ্টিজগতের মধ্য হতে মানব শ্রেণীকে আল্লাহ তা'আলা অতিশয় শ্রেষ্ঠত্ব দান করে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাদের মাঝে দায়িত্বকর্ম বণ্টন করে দিয়ে সে দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে তাদের সচেতন ও সজাগ করে দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন। ('সূরা আ'লা'- ১-৩)

এ মহাজগতের স্থাপত্য শৈলিতে সবটুকু সৌন্দর্যই তিনি ব্যবহার করেছেন। এতে সামান্যতম খুঁত ধরার সুযোগ কারো জন্য রাখা হয় নি। আল্লাহ তা'আলা মানব শ্রেণীর মাঝে গঠনগত এবং গুণগত স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির পাশা পাশি তাদের মাঝে বিধানগত বৈচিত্রও এনে দিয়েছেন। মানবজাতি নারী পুরুষ প্রধানতম এ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এ বিভক্তি শুধু মানব শ্রেণীর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; প্রাণ সঞ্চারিত প্রতিটি জীব এমন কি উদ্ভিদ জগতেও সমভাবে বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা নারী পুরুষকে যেভাবে স্বভাবগত এবং গঠনগত স্বাতন্ত্র দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তেমনিভাবে জাগতিক ও ধর্মীয় জীবনে তাদের কর্মপন্থা ও দায়বদ্ধতায়ও বৈচিত্র তৈরি করে দিয়েছেন। এটা সৃষ্টির প্রতি মহামহিমের অতিশয় দয়াদ্র আচরণ বৈ কিছুই নয়। আজ নারী পুরুষের আধিকারিক সমতার ব্যাপারে বেশ উচ্চ বাচ্চ হচ্ছে।

ইসলাম এবং নারীবাদ - এই শব্দবন্ধ দেখে অনেকেরই মনে প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হবে তা হচ্ছে এ দুটি পরস্পর বিরোধী একটি ব্যাপার। অনেক মুসলিম নারীবাদকে সমর্থন করেন না। এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বিতর্ক আর বিতণ্ডারও শেষ নেই।

নারীবাদীদের বক্তব্য, ইসলাম ধর্ম নারীর সমতাকে স্বীকৃতি দেয় না।

সমাজে একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, নারীবাদের সঙ্গে যেকোন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

এর পেছনে যুক্তি হিসেবে বলা হয়, ইসলাম ধর্মে সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকারে তাকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হয়নি, এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীর নেতৃত্ব স্বীকার করে না।

কিন্তু ইসলামের সাথে নারীবাদের সরাসরি কোন বিরোধ বা দ্বান্দ্বিক অবস্থান আছে, একথা মানতে রাজী নন অনেকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান খান বলেছেন, "ইসলাম ধর্মের সাথে নারীবাদের কোন দ্বন্দ্ব নেই। ইসলাম ধর্মে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের গণ্ডি গৃহাভ্যন্তরে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি, বরং তার সামাজিক অংশগ্রহণ অনুমোদন করেছে।"

ইসলাম ধর্মে নারীদের জন্য পর্দা প্রথার কথা বলা হয়েছে, যেখানে পুরুষ অভিভাবক ছাড়া চলাফেরা না করার বিধান আছে, এর ফলে নারীর সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে সীমিত করা হয়েছে।

কিন্তু ইসলাম ধর্ম নিয়ে কাজ করেন এমন বিশেষজ্ঞরা বলেন, ইসলামে নারীকে পুরুষের অধস্তন করা হয়নি। সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করা হয়নি।

উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সেই সময়ের আরব সমাজে নারী অংশ নিত, সেটি নিষেধ করা হয়নি।

ইসলামের নবী মুহাম্মদের স্ত্রী এবং প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ব্যক্তি বিবি খাদিজা নিজে ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তিনি মক্কার ব্যবসায়ী সমিতির প্রধান ছিলেন।

এর বাইরে ইসলামের নবী মুহাম্মদের সময় বিভিন্ন যুদ্ধে যোদ্ধা হিসেবে নারীরা যোগ দিয়েছিলেন, ফলে কোনভাবেই নারীকে সামাজিক অংশগ্রহণে বাধা দেয়া হয়নি।

ইসলামের নবী মুহাম্মদের মৃত্যুর পর খেলাফায়ে রাশেদীনের সময় চারজন খলিফাই ছিলেন পুরুষ। পরবর্তীকালেও বিভিন্ন সময় পুরুষকেই দেখা গেছে নেতৃত্ব দিতে।

তবে, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফাতেমা আনোয়ার বলছেন, উদাহরণ না থাকলেও নারীর নেতৃত্বের বিষয়ে ইসলাম ধর্মে সরাসরি নিষেধ নাই।

তিনি বলেন, "আইনের ক্ষেত্রে সাধারণত একটা কথা বলা হয়, সেটা হচ্ছে পজিটিভ প্রহিবিশন---মানে যখন কোন কিছু নিষেধ বা না করা হয়নি তখন সেটিকে আমরা ধরে নিতে পারি যে তার অনুমতি আছে।

অধ্যাপক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান খান বলেছেন, তৎকালীন আরবের পশ্চাৎপদ সমাজে নারীকে নেতৃত্বে ভাবা মুশকিল ছিল, তারই ছাপ দেখা সমাজব্যবস্থায় সেটাই স্বাভাবিক।

তিনি বলেন, "আরবের সমাজ ব্যবস্থা তখন নারীর প্রতি খুবই অবমাননাকর ছিল, কন্যা-শিশুকে পরিবারের দায় মনে করে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলত অনেক পরিবার। সেখানে নারীকে অধস্তন না করে সম্মান দেয়া এবং সম্পত্তিকে তাকে অংশীদার করা ছিল অনেকটাই বৈপ্লবিক একটা ব্যাপার।"

ইসলামি বিধান অনুযায়ী একজন নারী পিতার সম্পত্তিতে তার ভাই যে পরিমাণ সম্পত্তি পাবে তার অর্ধেক পাবে। স্ত্রী হিসেবে স্বামীর সম্পদের আট অংশের একভাগ পাবেন তিনি। যদি নারীর পুত্র থাকে এবং সে নিঃসন্তান হয় তাহলে তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবেন মা।

অর্থাৎ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, নারী উত্তরাধিকার সূত্রে পুরুষের সমান সম্পত্তির মালিক হননা।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফাতেমা আনোয়ার এর পেছনে ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলছিলেন, "এখানে বিষয়টি দেখা হয়েছে এভাবে যে নারী সম্পত্তি কম পাচ্ছে, এবং সেজন্য তার দায়িত্বও কম। অর্থাৎ পিতার কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির দেনা নারীর ওপর বর্তায় না।"

এছাড়া সম্পত্তির মালিক হতেও ইসলামে নারীর বাধা নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অদিতি সবুর মনে করেন, আদর্শিক জায়গায় বড় ধরণের বিরোধিতা না থাকলেও মূল সমস্যা প্রয়োগে।

ইসলাম ধর্মে নারীর সমতা নিয়ে মূল সমস্যা হয় ধর্মের ব্যাখ্যায়। মনে রাখতে হবে, ধর্ম যেখানে ব্যবহার হচ্ছে, যে প্রেক্ষাপটে ব্যবহার হচ্ছে, তার প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে ওই ধর্মের ব্যবহার।

অনেক দেশে কুরআনের ব্যাখ্যার অপব্যবহার করে নারীর অধিকার খর্ব করা হয়েছে এমন নজির আছে," বলেন অদিতি সবুর।

তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করছেন এভাবে, "ধর্ম বিষয়টি তো অনেক বেশি প্রাতিষ্ঠানিক। আর মানুষ তো সাধারণত ধর্মপ্রাণ, ফলে ধর্মের মাধ্যমে একটি ব্যাখ্যা করলে মানুষ সেটা মেনে নেয়, কিন্তু সে কথা হয়ত কুরআনে ওইভাবে বলা হয়নি।

ফলে ইসলাম ধর্ম নারীকে অধস্তন করছে না, কিন্তু ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে হয়ত নারীবাদকে ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে।"

তথ্যসূত্র:

https://www.bbc.com/bengali/news-60658194

ইসলামী আইনে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

নারীর গঠনগত ও মনস্তাত্তিক কিছু ব্যবধান বিবেচনায় ইসলামী আইনে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যপ্রণালীতেও বিধানগত কিছু বৈচিত্র রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

তোমরা গৃহাভ্যান্তরে অবস্থান করো। ('সূরা আহযাব'- ৩৩)

আয়াতটিতে পর্দা বিধানের সাথে সাথে নারীর দায়িত্বের সীমা রেখা সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আর তা হলো সে তার সংসারের প্রধান কন্ট্রোলার। পুরুষরা ক্ষেত খামার, অফিস আদালত, চাকরি বাকরি এবং ব্যবসা বণিজ্যসহ নানা কায়িক শ্রম ব্যয় করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংসার পরিচালনার কাচামাল সংগ্রহ করবে। আর নারী সে কাচামালের সুন্দর ব্যবহারে সংসারকে সুখময় করে তুলবে। নারী যখন বাবার ঘরে থাকবে তখনও তার সংসার পরিচালনার আর্থিক দায়িত্ব তার উপর আরোপিত হয় নি। ঘরোয়া পরিবেশে থেকেই সে তার শিক্ষা দীক্ষাসহ যাবতীয় যোগ্যতা অর্জনে মনোযোগী হবে। স্বামীর গৃহে গিয়েও সে তার সংসারের নতুন রাজ্যকে সবটুকু গুণ বৈশিষ্ট দিয়ে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তুলবে। এটিই তার প্রধানতম দায়িত্ব। এর বাইরে তার উপর অতিরিক্ত কোনো তার দায়িত্বারোপ করা হয়নি। কোনো স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে বাহিরের কাজে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করার কোনো সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

প্রত্যেক নারী তার স্বামীর গৃহের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আর কিয়ামতের দিন সে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহ বুখারী, হা.নং ৮৯৩)

ইসলামী আইনের গ্রন্থগুলোতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

নারীর প্রধানতম কর্তব্য হলো, তার ঘর সংসারকে পরিচালনা করা, তার পরিবারের সার্বিক দিক লক্ষ্য রাখা, তার ছেলে সন্তানদের প্রতিপালন পরিচর্যা করে শিক্ষা দীক্ষাসহ সার্বিকভাবে উপযোগী করে তোলা এবং তার স্বামীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা। (আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়ইতিয়্যাহ, ৭/৮২)

অন্যদিকে নারীর খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানসহ ব্যক্তিগতপ্রয়োজনীয় ব্যায়, সংসার পরিচালনা ও সন্তান সন্ততিসহ পারিবারিক ও সামাজিক অন্যান্য ব্যয়ভার থেকে নারীকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে তার উপরকোনো দায়বদ্ধতা নেই। যাবতীয় দায়ভার স্বামী বা পিতার উপর আরোপিত হয়েছে। ইসলামী ফিকহেরগ্রন্থগুলোতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

নারীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা পিতা অথবা স্বামীর উপর আবশ্যক। (প্রাগুক্ত)

কেন সমাজ সংসারের যাবতীয় দায়ভার পুরুষে ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে? এর কারণ হলো শক্তি ক্ষমতা বুদ্ধি বিবেচনাসহ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট দিয়ে পুরুষকে নারীর সেবক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নেতৃত্বের প্রধান উৎস-উপাদান হলো সেবাব্রত। সেবার যাবতীয় দায়িত্ব দিয়ে পুরুষকে নারীর অভিভাবক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

পুরুষ নারীর ব্যবস্থাপক। কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর মাহাত্ম্য দান করেছেন। এবং তারা তাদের ধনসম্পদ (নারীদের উপর) ব্যয় করে। সুতরাং সতী সাধ্বী নারীরা হয় অনুগতা এবং আল্লাহ তা'আলা যেসব বিষয় হিফজতযোগ্য করেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা তার হিফাজত করে। ('সূরা নিসা'- ৩৪)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের (স্ত্রীদের) ভরণ-পোষণ করা। কাউকেও তার সাধ্যাতীত কার্যাভার দেয়া হয় না। ('সূরা বাকারা'- ২৩৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

যখন তুমি আহার করবে তখন তাকেও (স্ত্রী) আহার করাবে, যখন তুমি বস্ত্র পরিধান করবে তখন তাকেও বস্ত্র পরিধান করাবে। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২১৪২)

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর নিরাপত্তা সূত্রে গ্রহণ করেছো। এবং তোমরা তাদের সতীত্বকে আল্লাহর বিধানের বিনিময়ে বৈধ করে নিয়েছো। তোমাদের উপর তাদের সঙ্গত ভরণ পোষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১২১৮, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১৬৩)

বাহ্যত স্বামীর এ শ্রেষ্ঠত্ব অতিরিক্ত ক্ষমতা কিংবা দাপটের বিষয় নয়; বরং এটা তার দায় ও কর্তব্যের বিষয়, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রিয় জীবনসঙ্গিনীকে আগলে রাখার নিখাদ বিবরণ। নারী জীবনের কোমল বিকাশে পুরুষকে দেয়া হয়েছে অভিভাবকত্বের ভার। আর শীতল ছায়ায় বসে ঘর গোছানো এবং সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার তুলনামূলক সাহজিক দায়ভার তুলে দেয়া হয়েছে নারীর হাতে। পুরুষের জন্য দায়িত্বপূর্ণ মাহাত্ম্যকে পেশী শক্তির ক্ষমতা ভাবার কোনোই সুযোগ নেই। হাদীসের ভাষ্য এ ব্যাপারে বেশ স্পষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

তোমার উপর তোমার স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯৭৪)

অন্যদিকে নারীদেরকে পুরুষের সততা ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট শ্রেষ্ঠ সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৮৯৫)

তথ্যসূত্রঃ

https://mahadbd.com/%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%b6%e0%a6%b0%e0%a7%9f%e0%a7%80-%e0%a6%a6/

নারীর কর্মসংস্থান

কর্মসংস্থান অর্থ এমন কর্মব্যবস্থাপনা যাতে অংশ গ্রহণ করে একজন মানুষ তার আর্থিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়। তো এ জাতীয় কষ্টসাধ্য কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা কখন দেখা দেয় বা এর প্রতি মানুষ কখন আগ্রহী হয়? এটা শতসিদ্ধ কথা, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান, শিক্ষা চিকিৎসাসহ জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় খাতের ব্যয় নির্বাহ করার জন্যই মানুষ কর্মসংস্থানের প্রতি মনোযোগী হয় বা হতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইসলামী আইনে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে নারীর উপর ব্যয় নির্বাহের কোনো দায়বদ্ধতা চাপিয়ে দেয়া হয় নি। নারীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবে পুরুষ। সুতরাং নারীর কর্মসংস্থানের কোনো প্রয়োজন নেই এবং থাকার কথাও নয়। স্বভাবজাত এবং প্রাকৃতিকভাবেই নারীরা সংসারী। ঘরোয়া কাজের সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতা ও আগ্রহবোধ একান্তই সৃষ্টিগত। সে হিসেবে তারা নিজ আগ্রহেই সংসার পরিচালনা করে থাকে। এক্ষেত্রে যদি তাদেরকে সাংসারিক এবং প্রাসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশে কর্মসংস্থানে যেতে বাধ্য করা হয় তবে এটা হবে তাদের উপর নিতান্তই বৈষম্যমূলক আচরণ। তাই ইসলামী আইন মতে নারীদেরকে কর্মসংস্থানমুখী করতে বাধ্য করার কোনো সুযোগ নেই।

তবে নারী সমাজের কর্মতৎপরতা কেবলমাত্র বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞান অর্জন ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে ইসলাম এমন কথা বলেনি; বরং বাস্তব কাজে যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্যে ইসলাম এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভে অগ্রসর হতে পারে, তেমনি কৃষি ও ব্যবসায়ের কাজে পরোক্ষ অংশগ্রহণ করারও সম্পূর্ণ অধিকার রাখে। জীবিকার জন্যে বিভিন্ন কাজ কারবার, শিল্প-কারখানা স্থাপন, পরিচালনা বা তাতে কাজ করার ও অধিকার রয়েছে নারীদের। সেই সঙ্গে সমাজ ও জাতির কল্যাণমূলক বহুবিধ সামষ্টিক কাজ আঞ্জাম দেয়াও তাদের জন্যে কিছুমাত্র নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নারীদের এসব কাজে নেমে যেতে হবে এবং এসব করা তাদের জন্য একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। নারীরা এসব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়–ক ইসলামে তা কাম্য নয়। তবে পরিবার বা সমাজে এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যার কারণে নারীদেরও

কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন যথাসাধ্য শরঈ বিধান পালন সাপেক্ষে নারীদের জন্যও কর্মসংস্থানের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। এমনকি নারীরা যদি দায়িত্ব ও কতর্ব্যরে বাহিরে গিয়ে কর্মসংস্থান করতে আগ্রহ বোধ করে তবে পিতা বা স্বামীর অনুমোদন এবং শরঈ বিধান পালন সাপেক্ষে তারও অনুমতি রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কাউকে নিরুৎসাহিত করাও রীতি নয়। তবে তাদের আলাদা কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করতে হবে, এটাই ইসলামের দাবী। নারী-পুরুষের স্বাধীন ও অবাধ মেলামেশার ফলে সামাজিক জীবনে নৈতিক অধঃপতনের যে মারাত্মক ব্যধি দেখা দিয়েছে তা থেকে সমাজকে মুক্ত করার উদ্দেশেই ইসলামে পর্দা বিধান আরোপ করা হয়েছে। আজকের নারীরা পর্দাকে অবরোধ মনে করে বসে আছে। অথচ ইসলাম নারীকে শৃঙ্খলিত করে নি। পর্দার মাধ্যমে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। তাকে বলেছে সংযত হতে, নিজেকে খোলা-খুলিভাবে প্রকাশ না করতে। শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে প্রয়োজনে নারীরা গৃহের বাইরের কাজও আঞ্জাম দিতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একজন নারী সাহাবী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে নিজের বাগানের খেজুর সংগ্রহ করার অনুমতি চাইলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি প্রদান করেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন,

আমার খালা তালাক প্রাপ্তা হলে নিজেদের খেজুর বাগানে গিয়ে খেজুর সংগ্রহ করার ইচ্ছা করেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বের হতে নিষেধ করে। ফলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হ্যাঁ তুমি তোমার খেজুর সংগ্রহ করতে পার। আশা করি তুমি সদকাহ করবে অথবা সৎ কাজ করবে’। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৪৮৩)

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বাহিরে গিয়ে কাজ করার অনুমতি দিলেন। সাথে সাথে তাকে মানবতার স্বার্থে কল্যাণকর কাজ করার ব্যাপারেও উৎসাহ প্রদান করলেন। এর তাৎপর্য হলো, ইসলামী শরীয়তে নারী সমাজকেও মানবতার সেবা

ও কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত দেখতে চায়। কিন্তু তাতে যেন সীমালঙ্ঘন না হয় সে ব্যাপারেও ইসলামের সতর্ক বার্তা রয়েছে।

হযরত আবু বকর রাযি. এর কন্যা আসমা রাযি. বলেন,

যখন যুবায়ের রাযি. আমাকে বিবাহ করেন, তখন তার না ছিল সম্পত্তি, না ছিল চাকর-বাকর। একটা উট আর একটা ঘোড়াই ছিল তার সম্বল। ঘোড়াটাকে আমি ঘাস-পানি খাওয়াতাম। সাথে সেলাই ও গম ভাঙ্গার কাজও করতাম। আমি রুটি তৈরি করতে জানতাম না, আমার কয়েকজন ভাল আনসার প্রতিবেশী মহিলা আমাকে রুটি বানিয়ে দিতেন। কিছুদিন পরে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়ের রাযি. কে একখণ্ড জমি দান করেন। সে জমি থেকে আমি শুকনো খেজুরের বীচি সংগ্রহ করে মাথায় বহন করে আনতাম। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২২৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর স্ত্রী নিজে ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রি করে ঘর-সংসারের খরচাদি চালাতেন। একদিন তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,

আমি একজন কারিগর মেয়েলোক। আমি তৈরি করা দ্রব্যাদি বিক্রি করি। এছাড়া আমার ও আমার স্বামীর এবং আমার সন্তানদের জীবিকার অন্য কোনো উপায় নেই। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এভাবে উপার্জন করে তুমি তোমার সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছো। এতে তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।' (মুসনাদে আহমদ; হা.নং ১৬১৩০, ১৬০৮৬)

ফিকহী বিশ্বকোষ আলমাউসূআতুল ফিকহিয়্যায় বলা হয়েছে,

ইসলাম নারীদেরকে কর্মসংস্থান গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। তার জন্য ক্রয় বিক্রয় ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগসহ যাবতীয় লেনদেনে অংশগ্রহণ করার অনুমতি আছে। যাবত সে এ জাতীয় কারবারে অংশগ্রহণ করে শরঈ বিধান ও আচরণ বিধির ব্যাপারে যতœবান থাকবে ততক্ষণ তাকে এ থেকে নিবৃত্ত করার অধিকার কারো নেই। (আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়াইতিয়্যাহ ৭/৮২)

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত নারী সমাজকে মানবতার সেবা ও কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। উপার্জনের জন্য কাজ করা এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে সেজন্য গৃহের বাইরে যাওয়া নারীদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। তবে তাতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলমেশা ও বন্ধুত্ব সখ্যতা করে ইসলামী বিধান লঙ্ঘন করা সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ -

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন,

যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোন পন্থা না থাকে, তবে সাজ-সজ্জা ছাড়া পর্দার সাথে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশে বের হওয়াও নারীদের প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার অন্তর্ভূক্ত। তবে শর্ত হলো সৌন্দর্য প্রকাশার্থে বের না হওয়া, বরং বোরকা বা জিলবাব তথা বড় চাদর গায়ে দিয়ে বের হওয়া। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ৭/১৩)

আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলকুওয়াইতিয়্যাহ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

নারীরা ৩টি শর্তে নিজ গৃহের বাইরে চাকুরি বা কাজ করতে যেতে পারবে,

(১)ألا يكون العمل معصية (২) ألا يكون عملها مما يكون فيه خلوة بأجنبي (৩) ألا تخرج لعملها متبرجة متزينة بما يثير الفتنة

অর্থ : (১) কাজটি গুনাহের না হওয়া (২) নারীর কাজটি এমন স্থানে না হওয়া যেখানে পরপুরুষের সাথে একত্রে কাজ করতে হয় (৩) কাজের জন্য এমন সাজসজ্জা সহকারে বের না হওয়া, যা ফিতনা-ফ্যাসাদের দিকে প্ররোচিত করে। (আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলকুওয়াইতিয়্যাহ ৭/৮৩-৮৪)

মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ. বলেন,

নারীর ভরণ-পোষণ স্বামীর দায়িত্বে। কিন্তু কোনো নারীর যদি উপার্জনে সক্ষম অভিভাবক না থাকে তাহলে নিরুপায় অবস্থায় অর্থ উপার্জনের জন্য তার কর্ম বা চাকুরি

করার অনুমতি আছে। তবে এ জন্য শর্ত হল, তার ভাবগাম্ভীর্যতা এবং অনুকূল পরিবেশ ও পর্দার ব্যবস্থা থাকতে হবে। পরপুরুষের সঙ্গে একত্রে দায়িত্ব পালন করা জায়েয নেই। (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৬/৩৮)

বস্তুত ইসলামী আইনে নারী জীবনের প্রতিটি ধাপে তার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তার প্রতি যতœশীল করে তোলা হয়েছে বাবা ভাই স্বামী ও ছেলেকে। এ যতœ ও সচেতনতাকে করা হয়েছে পরকালীন মুক্তির অবলম্বন। তাই এখানে নারী খুঁজে পায় মুক্তির তৃপ্তি, শান্তিময় জীবনের স্বাদ। আর যদি এদের কেউ না থাকে তাহলে এ সকল নারীর ব্যয় নির্বাহ করা হবে সরকারী কোষাগার তথা বাইতুল মাল থেকে। নারীর সার্বিক দিক বিবেচনা করেই পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নির্দেশনা এসেছে

তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো। আর জাহেলী যুগের মেয়েদের মতো রূপ প্রদর্শন করে ঘুরে বেড়িও না। ('সূরা আহযাব'- ৩৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন নারীদের উদ্দেশে বলেন,

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য প্রয়োজনে বাহিরে বের হওয়ার অনুমতি আছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৭৯৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৭৯৬)

তথ্যসূত্র:

https://mahadbd.com/%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%b6%e0%a6%b0%e0%a7%9f%e0%a7%80-%e0%a6%a6/

নারীদের জন্য ঘরের বাইরে চাকুরী বা কাজ করার হুকুম কী?

মহিলাদের জন্য পর্দা রক্ষা করে ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরী এবং ডাক্তারী করা জায়েজ আছে। তবে এক্ষেত্রে যেন পর্দা লঙ্ঘণ না হয়, সেই সাথে শরয়ী অন্য কোন বিধান লঙ্ঘিত না হয়, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

হ্যাঁ, যদি উপার্জনক্ষম কোন মাহরাম আত্মীয় থাকে, বা অভিভাবক থাকে, তাহলে মহিলাদের জন্য ব্যবসা ও চাকরীর জন্য বাহিরে যাওয়া উচিত নয়।

শরয়ী পর্দা ও বিধান অনুসরণ করে মহিলাদের ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরী করাতে কোন নিষেধাজ্ঞা আসেনি। তা'ই শরয়ী কোন কারণ ছাড়া মহিলাদের ব্যবসা করা ও চাকুরী করাকে হারাম বলার সুযোগ নেই।

-তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/১১৭; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৫৫; আলবাহরুর রায়েক ১/২০০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৮, ফিকহুন নাওয়াযিল ৩/৩৫৯

তবে যদি পর্দা লঙ্ঘণ হয়, পুরুষদের মিলে একসাথে কাজ করতে হয়, সেই সাথে ফিতনার আশংকা হয়, তাহলে জায়েজ নেই।

ولها ان تقوم بالتدريس والبيع والشراء والصناعة من نسيج وصيغ وغزل وخياطة ونحو ذلك إذا لم يفض إلى مالا يجوز شرعا من خلوتها بأجنبى، أو اختلاطها برجال غير محارم اختلاطا تحدث منه فتنة أو يؤدى إلى فوات ما يجب عليها نحو اسرتها دون أن تقيم مقامها من يقوم بالواجب عنها ودون رضاهم (فقه النوازل

3/359

তথ্যসূত্র: https://ahlehaqmedia.com/7878-2/

ইসলামের স্বর্ণযুগে নানা পেশায় নারী

ইসলামের সোনালি যুগ থেকেই নারীরা আর্থসামাজিক উন্নয়নের অংশীদার হয়েছেন। বিচিত্র পেশায় অংশ নিয়ে সমাজে অবদান রেখেছেন। রাসুল (সা.)-এর যুগ থেকে হাজার বছরের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে নারীরা জ্ঞানচর্চা, সমাজসেবা ও অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা লাভ করেছেন এবং পুরুষদের মতোই যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, পর্দা-শালীনতা ও ইসলামের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি তারা অবশ্যই মান্য করেছেন।

জ্ঞানচর্চা : মহানবী (সা.) বিভিন্নভাবে নারীদের জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সুযোগ দিয়েছেন। মদিনার নারীরা একবার রাসুলের কাছে অভিযোগ করে বলেন, ‘পুরুষরা আপনার কাছে আমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের অঙ্গীকার করেন; সেদিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং দিকনির্দেশনা দিলেন।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১০১)

রাসুলের যুগে অনেক প্রাজ্ঞ নারী সাহাবি ছিলেন। নবীপত্নী আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞানের কাছে তো অনেক অভিজ্ঞ সাহাবিও হার মেনেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অসামান্য অবদান নিয়ে ৪৩ খন্ডের বিশাল এক বিশ্বকোষ রচনা করেছেন ক্যামব্রিজ ইসলামিক কলেজের ডিন ড. মুহাম্মদ আকরাম নদভি। এ গ্রন্থে তিনি ১০ হাজারের বেশি নারী হাদিসবিশারদ ও শিক্ষাবিদের জীবন-কর্ম-অবদান তুলে ধরেন।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব: ইসলামের সোনালি যুগে নারীরা রাজনীতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে না থাকলেও তারা বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং রাজনৈতিক সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আয়েশা (রা.) মুয়াবিয়া ও আলী (রা.)-এর মধ্যকার সংকট নিরসনে এগিয়ে আসেন। তেমনি সাওদা বিনতে আম্মারা বিন আশতার হামদানি তার গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে যান এবং

দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন। মুয়াবিয়া (রা.) তাদের দাবি মেনে নেন এবং ইবনে আরতাকে বরখাস্ত করেন। (আকদুল ফারিদ, পৃষ্ঠা : ৩৪৪-৪৬)

সমাজসেবা : সোনালি যুগে নারীরা বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবায়ও অংশ নেন। তারা অসংখ্য শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জোবায়দা দীর্ঘ খাল খনন করে হাজিদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেন। সেলজুক শাসক সুলতান মালিক শাহর স্ত্রী তুরকান বিনতে তুরাজ বাগদাদে তিনটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ ওয়াক্ফ করেন। (তারিখু দাওলাতুল আব্বাসিয়া, পৃষ্ঠা ৯৭)

এ ছাড়া একাদশ শতাব্দীতে মামলুক শাসনামলে মুসলিম নারীরা দামেস্কে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১২টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা নারীদের দ্বারাই পরিচালিত হতো।

ব্যবসা-বাণিজ্য : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। নারী সাহাবি কায়লা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো এক ওমরাহ আদায়কালে মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে আমি তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি একজন নারী। আমি বেচাকেনা করি। আমি কোনো জিনিস কিনতে চাইলে আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাম বলি। এরপর দাম বাড়িয়ে বলতে বলতে আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যে গিয়ে পৌঁছাই। আবার আমি কোনো জিনিস বিক্রি করতে চাইলে কাঙ্ক্ষিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য চাই। এরপর দাম কমাতে কমাতে অবশেষে আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যে নেমে আসি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে কায়লা, এমন করো না। তুমি কিছু কিনতে চাইলে তোমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যই বলো, হয় তোমাকে দেওয়া হবে, নয় দেওয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, তুমি কোনো কিছু বিক্রয় করতে চাইলে তোমার কাঙ্ক্ষিত দামই চাও, হয় তুমি দেবে অথবা দেবে না।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২২০৪)

চিকিৎসা : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারীরা চিকিৎসক হিসেবেও দক্ষতা অর্জন করেন। যারা শৈল্যবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। আয়েশা (রা.) নিজেও চিকিৎসাবিজ্ঞানে দক্ষতা

অর্জন করেন। উরওয়া (রহ.) বলেন, 'আমি চিকিৎসাবিজ্ঞানে আয়েশা (রা.) অপেক্ষা দক্ষ মানুষ দেখিনি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, খালা, আপনি এই জ্ঞান কোথা থেকে অর্জন করলেন? তিনি বলেন, আমি মানুষকে রোগীর চিকিৎসা করতে দেখেছি এবং তা মনে রেখেছি।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/১৮২)

সাহাবাযুগে নারী সাহাবি উম্মে সুলাইমের নেতৃত্বে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো। (আবুদাউদ, হাদিস : ১৫৭৫)

মিসরে মুসলিম শাসক কর্তৃক প্রথম আবাসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে নারীরাও চিকিৎসক ও শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ পান। তাদের কেউ কেউ 'মাশিখাতুত তিব' তথা 'মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান' পদেও অধিষ্ঠিত হন। (আহমদ ইসা বেগ, তারিখুল বিমারিস্তান ফিল-ইসলাম)

কৃষিকাজ : মহানবী (সা.)-এর যুগে নারীরা কৃষিকাজেও অংশগ্রহণ করতেন। আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে দীর্ঘ এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, 'যখন জোবায়ের আমাকে বিয়ে করেন, তখন তার কোনো ধন-সম্পদ ছিল না। এমনকি কোনো স্থাবর জমিজমা, দাস-দাসীও ছিল না; শুধু কুয়া থেকে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও একটি ঘোড়া ছিল। আমি তার উট ও ঘোড়া চরাতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম, কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে পারতাম না।... রাসুল (সা.) জোবায়েরকে একখণ্ড জমি দিলেন। আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতাম। ওই জমির দূরত্ব ছিল প্রায় দুই মাইল।...' (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫২২৪)

হস্তশিল্প : মহানবী (সা.)-এর যুগে নারীরা হস্তশিল্পের কাজ করেও অর্থ উপার্জন করতেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সে-ই আমার সাক্ষাৎ পাবে যার হাত সর্বাধিক লম্বা'। সুতরাং তারা নিজ নিজ হাত মেপে দেখতে লাগলেন কার হাত বেশি লম্বা। আয়েশা (রা.) বলেন, 'অবশেষে

আমাদের মধ্যে জয়নবের হাতই সবচেয়ে লম্বা স্থির হলো। কেননা তিনি হাতের কাজ করতেন এবং দান-খয়রাত করতেন।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬০৯৪)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী রায়িতা (রা.) হস্তশিল্পে দক্ষ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে তা বিক্রি করতেন এবং উপার্জিত অর্থ দান করে দিতেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬০৩০)

অন্যান্য পেশা : স্পেনের অধিবাসী আয়েশা বিনতে আহমদ বিন কাদিম ছিলেন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার। লুবনি ছিলেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রে পারদর্শী। রাবিয়া কাসিসাহ প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। শিফা বিনতে আবদিল্লাহ ছিলেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ। ওমর (রা.) তাকে আদালতের 'কাজাউল হাসাবাহ' তথা 'অ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি কোর্ট এবং ও 'কাজাউস সুক' তথা 'মার্কেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর দায়িত্বে নিয়োগ দেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৫/৭৮)

সমাজে নারীর অসামান্য ভূমিকার প্রশংসা করে তেরো শতকের প্রখ্যাত মুসলিম স্কলার আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'সমাজের অর্ধেকই নারী। বাকি অর্ধেকেরও জন্ম দেন নারী। তাই নারীরাই যেন পুরো সমাজ।'

তথ্যসূত্র:

https://www.deshrupantor.com/412849/women-in-various-professions-in-the-golden-age-of

নারীদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং মাহরাম রেখে দূরে বসবাস ও সহশিক্ষা

নারীদের জন্য পর্দার সাথে ও শরয়ী বিধান অনুসরণ করে ব্যবসা বাণিজ্য করা জায়েজ। কোন সমস্যা নেই।

পর্দার বিধান লঙ্ঘণ করে সহশিক্ষায় পড়া নারীদের জন্য বৈধ নয়। প্রয়োজনে নারীদের জন্য আলাদা কলেজ ও ভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে পারে।

আর নারীদের জন্য মাহরাম ছাড়া সফরের দূরত্বে সফর করা বা থাকা কোনটিই বৈধ নয়।

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ তাআলা এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে এমন কোন মহিলার জন্য জায়েজ নয়, তিন দিন বা এর চেয়ে অধিক দিনের সফর করে অথচ তার সাথে তার পিতা, তার ছেলে, বা তার স্বামী বা তার ভাই কিংবা কোন মাহরাম না থাকে।

{সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪২৩}

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [٢٤:٣٠

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٢٤:٣١

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্ল াহ তা অবহিত আছেন।

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। {সূরা নূর-৩০-৩১}

তথ্যসূত্র:

https://ahlehaqmedia.com/%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a3%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%8f/

মহিলাদের জন্য ডাক্তারী পেশা গ্রহণের হুকুম কী?

পর্দা রক্ষা করা ফরজ। আর অসুস্থ্য মানুষদের সেবা করাও সওয়াবের কাজ। যেহেতু মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তারের প্রয়োজন। তাই আপনি যেহেতু ডাক্তারী পড়েছেন। এমবিবিএসও শেষ করে ফেলেছেন। তাই পর্দা রক্ষা করে বাকিটাও শেষ করে ফেলুন। যে সমস্যার কথা বললেন যে, পুরুষের সাথে কাজ করতে হবে। আপনি হয়তো ইচ্ছে করলে এটি এড়াতে পারবেন। নিজেই ক্লিনিক করতে পারেন। যেখানে শুধু নারীরা কাজ করবে। আমাদের জানা মতে এখন বেশ কিছু হাসপাতাল হচ্ছে যেখানে নারীদের সেবা নারীরাই করছে। এমন কোন হাসপাতালে আপনি পর্দা রক্ষা করে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন বলে মনে হয়। বাকি পুরোটাই নির্ভর করবে আপনার দ্বীনের প্রতি মোহাব্বত এবং আল্লাহভীতির উপর। আপনার যদি মনে হয় আপনি শরীয়ত মানতে পারবেন না। তাহলে আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়ে তা বর্জন করা জরুরী। আর যদি মনে হয় পারবেন, তাহলে তা করতে পারেন।

আপনার জন্য দুআ থাকবে। আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাত আপনার জন্য সুন্দর করে দিন। আল্লাহ তাআলার শরীয়ত পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে তার প্রিয় ভাজন হবার তৌফিক দান করুন। আমীন।

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

অর্থ : আর তোমরা তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। {সূরা আহযাব-৫৩}

বিখ্যাত তাফসীরবিদ ইমাম কুরতুবী রাহ. উক্ত আয়াতের আলোচনায় বলেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের কাছে কোনো প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে কিছু চাওয়া বা কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করার অনুমতি দিয়েছেন। সাধারণ নারীরাও উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। (তাফসীরে কুরতুবী ১৪/১৪৬)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ হলেন সকল মুমিনের মা। অথচ তাঁদের সাথেই লেনদেন বা কথা-বার্তা বলতে হলে পর্দার আড়াল থেকে করতে বলা হয়েছে। তাহলে অন্যান্য সাধারণ বেগানা নারীদের ক্ষেত্রে হুকুমটি কত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত তা তো সহজেই অনুমেয়।

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب . فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها . فاتقوا الله وأجملوا في الطلب

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেনঃ হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর! এবং উপার্জনে উত্তম পন্থা অবলম্বন কর। কেননা কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ না তার রিজিক শেষ হয়। যদিও তা ধীরে ধীরে হয়। তাই আল্লাহ তাআলাকে ভয় পাও! এবং উপার্জনে উত্তমপন্থা অবলম্বন কর। {সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২১৪৪, মুসনাদুল বাজ্জার, হাদীস নং-২৯১৪, মুসনাদুশ শিহাব, হাদীস নং-১১৫২}

তথ্যসূত্র:

https://ahlehaqmedia.com/2865-2/

হারাম কাজ হয় এমন হোটেলে চাকুরী করার হুকুম কী?

হারাম কাজ করা যেমন জায়েজ নেই। তেমন তার সহযোগিতা করাও জায়েজ নেই। যদি হোটেলে সেসব হারাম কাজ ছাড়া অন্য কাজ করা যায়। উক্ত হারাম কাজ থেকে মুক্ত থাকা যায়, তাহলে চাকুরী করা জায়েজ হবে। সেই হিসেবে বেতনও জায়েজ হবে।

কিন্তু যদি হারাম কাজের সহযোগী হতে হয়, যেমন মদ পরিবেশন, শুকরের গোশত পরিবেশন ইত্যাদি করতে হয়। তাহলে উক্ত চাকুরী জায়েজ হবে না।

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [٥:٢]

সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা। [সূরা মায়েদা-২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, শারাবের সাথে সম্পৃক্ত দশ শ্রেণীর লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন। এরা হলঃ মদ তৈরিকারী, মদের ফরমায়েশকারী, মদ পানকারী, মদ বহনকারী, যার জন্য মদ বহন করা হয়, মদ পরিবেশনকারী, মদ বিক্রয়কারী, এর মূল্য ভোগকারী, মদ ক্রেতা এবং যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়। [সুনানে তিরমিজী, হাদীস নং-১২৯৫]

ولا تصح الإجارة لعسب التيس ولا لأجل المعاصى مثل الغناء، والنوح والملاهى) رد المحتار-9\75(

وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تجوز على شيء من اللهو، والمزامير، والطبل وغيره، لأنها معصية، والإجارة على المعصية باطلة

(تاتارخانية-15\132، رقم-22439)

তথ্যসূত্র: https://ahlehaqmedia.com/11044/

নারীর কর্মসংস্থান: বিশিষ্টজনের দৃষ্টিভঙ্গি

ক্ষেত্র বিশেষে শরয়ী আইন পরিপালন সাপেক্ষ ইসলামী আইনে নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হলেও তা ইসলামী শরীয়তের রুচির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু জাগতিকভাবে খ্যতির শীর্ষে আরোহণকারী বিশিষ্টজনেরাও নারী কর্মসংস্থানের ব্যাপারটিকে ভাল চোখে দেখেন না। আমরা নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য তুলে ধরছি।

১. রবীন্দ্রনাথ বলেন,

পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জন স্ত্রীলোকের কার্য নহে। আজকাল একদল মেয়ে ক্রমাগত নাকি সুরে বলছে আমরা পুরুষের আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাতে করে কেবল এই হচ্ছে যে, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ বন্ধনহীণতা প্রাপ্ত হচ্ছে। তাতে স্ত্রীলোকের অবস্থা উন্নতি হওয়া দূরে থাক তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হবে। আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল হচ্ছে সেটা আমার অসঙ্গত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়।

২. মুসলিম রমণীদের লক্ষ্য করে কবি ইকবাল বলেন,

তোমাদের স্থান কিন্তু হৈ-হাঙ্গামায় তাড়িত মাঠ প্রান্তর নয়। কল-কারখানা তোমার নির্বাস নয়। তুমি যদি পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবিকার সন্ধানে লেগে যাও তাহলে জাতির সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা হয়ে যাবে। মানবতার প্রতি অবিচার হয়ে যাবে। ‘হে নারী তোমার সৌভাগ্য তো এখানে, তুমি নবী নন্দিনী ফাতিমার পথে চলবে। স্বামীর ঘর আবাদ করবে। স্বামীকেই বানাবে চাওয়া-পাওয়ার লক্ষবিন্দু। স্বামীর ঘরে বসে এমন সন্তান গড়ে তুলবে, যারা মুসলমানদের দুর্দিনের কান্ডারী হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য জীবন বিলিয়ে দিবে অকুন্ঠ চিত্তে। এখন ইসলাম বড় অসহায়। ইসলামের জন্য কিছু হাসান-হোসাইন রাযি. প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজন পূরণ করতে পারে কেবল মুসলিম জননীরা।’

৩. বিশিষ্ট ও বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক সোলসায়মন রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখেন,

নারীর নারীই থাকা উচিত। হ্যাঁ, অবশ্যই নারীকে নারীই থাকতে হবে। তাতেই তাদের কল্যাণ এবং এই একমাত্র বৈশিষ্ট্যই তাদের কল্যাণের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। প্রকৃতির এটাই বিধান এবং এভাবেই প্রকৃতি তাদের পথের নির্দেশ দিয়েছে। তাই তারা যতখানি প্রকৃতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলবে, ততখানি তাদের সাফল্য ও মর্যাদা সুস্পষ্ট ভাবে বেড়ে চলবে। আর যতই তারা প্রকৃতির ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে থাকবে, ততই বিপদ বেড়ে যাবে। কোন কোন দার্শনিক মানব জীবনে পবিত্রতার বালাই রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। আমি বলছি, মানব জীবনে মনোমুগ্ধকর পবিত্রতার ব্যাপক অস্তিত্ব বিরাজমান। হ্যাঁ, তা শুধু তখনই দেখা দিতে পারে যখন নর ও নারী নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকবে এবং তা একনিষ্ঠভাবে সম্পাদন করে চলবে।' অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে নারী স্বীয় গৃহ ছেড়ে বাইরের কাজে মত্ত হতে চায়, সন্দেহ নেই যে, সে পুর্ণাঙ্গ কর্মী হিসেবেই দায়িত্ব সম্পাদন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে তখন আর নারী থাকেনা।

৪. খ্যাতিমান লেখক অধ্যাপক জিওম ফ্রেয়ারো বলেন,

যেসব নারী সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি দাম্পত্য জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা রাখছে, স্রষ্টা যে জন্য তাদের সৃষ্টি করেছেন আর যে প্রয়োজনে তাদের এ ধরণের দৈহিক ও মানসিক রূপদান করেছেন, তারা তাকেই বেমালুম ভুলে গেছে। তাদের মেজাজে স্রষ্টার দেয়া সেই বৈশিষ্ট্য আর অবশিষ্ট নেই, যা সেই বয়সের নারীদের ভিতরে স¦ভাবত পাওয়া যায়। তারা আজ এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে, যাদের 'নপুংসক' ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। বস্তুত তাদের পুরুষ বলবার যেরূপ জো নেই, তেমনি নারী বলবার ও সাধ্য থাকেনা। উপরন্তু, তারা উভয় প্রকৃতির সংমিশ্রণে তৃতীয় এক আজব জীব হয়ে পড়েছে। পুরুষ হওয়া তো তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা এজন্য যে, প্রকৃতি তাদের দেহ ও মন এরূপে গড়ে ফেলেছে, যার সংশোধন তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। আর নারী ও

এজন্য থাকছে না যে, তাদের কাজ কর্ম, হাবভাব ও চালচলন সবই পুরুষের, নারীর গন্ধ ও তাতে নেই।

৫. বিশিষ্ট দার্শনিক প্রুধোঁ বলেন,

প্রকৃতির বিধানই নারীকে মানবের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্মুক্ত ময়দানে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে। সে শিক্ষার দুর্গম পথ অতিক্রম করতে চায়, কিন্তু শিক্ষা তাকে সহায়তা করতে নারাজ। তাই তাদের বর্তমান পদক্ষেপের ভয়াবহ পরিণতির আশংকায় আমরা দিন গুনছি। মানব সভ্যতার ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাদের কোনই অবস্থান নেই। নারীদের কোনোরূপ সহযোগিতা না নিয়েই মানব জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলছে। পরিষ্কার ভাষায় বলা চলে, একমাত্র পুরুষ জাতিই গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। সেগুলোকে তারা যুগে যুগে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে চলছে। সে সবের যথাযোগ্য প্রয়োগ তাদেরই হাতে হচ্ছে। তার থেকে শুভাশুভ ফল যা কিছু তারা উৎপাদন করছে, তার থেকেই তারা নারীদের ভরণ পোষণ ও সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করে চলছে।

৬. দার্শনিক অগাস্ট কোঁতে বলেন,

পুরুষের ক্ষেত্রে নারীদের চর্চার ফলে ভয়াবহ পরিণাম ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে চলছে। এর প্রতিকার হচ্ছে, পুরুষের ব্যাপারে স্ত্রী জাতির স্বাভাবিক যে বৈষয়িক দায়িত্ব রয়েছে, তা বিশেষভাবে সীমিত ও নির্দিষ্ট করে দেয়া।

৭. উনিশ শতকের খ্যাতনামা মনীষী স্যামুয়েল স্মাইলস বলেন,

প্রাচীন রোমকদের দৃষ্টিতে শালীন মেয়েদের সবচেয়ে প্রশংসনীয় উঁচুস্তরের কাজ হচ্ছে ঘরকন্না চালানো এবং বাইরের টানা হেঁচড়া থেকে মুক্ত থাকা। আমাদের এ যুগেও বলা হয়, নারীদের ভূগোল শিক্ষা এ জন্য অপরিহার্য যে, তারা নিজ নিজ ঘরের দরজা জানালা গুলো যথাযথ স্থানে বসাবার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হবে। রসায়ন শিক্ষা তাদের এ জন্য শেখা দরকার যে, হাঁড়ির রান্নার সামগ্রি উথলে উঠলে যেন যথা সময়ে সামলে

নিতে পারে। লর্ড বায়রণ নারীর প্রতি অতি মাত্রায় আসক্ত হয়েও অভিমত পেশ করেছেন- মেয়েদের লাইব্রেরীতে ধর্মগ্রন্থ ও পাকপ্রণালী ছাড়া আর কোন বই থাকা অনুচিৎ।

এ জাতীয় অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক থিউরি রয়েছে যা নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতারই প্রকৃষ্ট বার্তা বহণ করে। সুতরাং এসব কুরআনের বাণী, বৈজ্ঞানিক থিউরী ও প্রাকৃতিক বিধি থেকে প্রতীয়মান হয়, নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক ও অভিন্ন না হয়ে ভিন্ন হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। উপরন্ত, নারীর উন্নতির একমাত্র ক্ষেত্রফল হলো তার সংসার। সংসারেই নারীর নারীত্ব যথারূপে বিকশিত হয়। কিন্তু আজকের নারী সমাজ এসব থিউরিতে আগ্রহবোধ করছে না। তারা আজ সংকীর্ণ বুদ্ধি বিবেচনায় তাড়িত হয়ে নীতিবিরুদ্ধ অধিকারের কথা বলে। নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র অভিন্ন হবার যুক্তিহীন দাবী তোলে। এক্ষেত্রে মূলত পুরুষ নামের কিছু স্বার্থান্ধ মহল নারীত্ব প্রচারের উপাদান যোগায়। নারীকে তারা প্রগতির ব্যানারে স্বনির্ভরতার লোভ দেখায়। এক্ষেত্রে প্রধানতম দুটি স্বার্থকে সামনে রেখে তারা নারীবাদ প্রচারে ভূমিকা রাখছে। ১। স্বভাবজাত প্রবৃত্তিগত চাহিদা পূরণে সার্বক্ষণিকভাবে নারীত্বের নৈকট্য প্রয়োজন। ২। স্ত্রী, মা, বোন, মেয়েদের ব্যয় নির্বাহের মত ঘাম ঝরানো বন্দিশালা থেকে অবমুক্তি প্রয়োজন। এ দুটি স্বার্থ উদ্ধারে তাদের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ালো নারীকে গৃহ ত্যাগে আগ্রহী করে তোলা। কিন্তু আবহমান কালের সংসারী নারীকে গৃহবিমুখ করা একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই তারা হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালার মত নারী প্রগতি, নারী স্বাধীনতা এবং নারী অধিকারের বাশি বাজিয়ে নারীদেরকে দলে দলে ঘরের বাহিরে নিয়ে এলো। সহজ-সরল, আত্মভোলা নারীরা পুরুষের পাতা ফাঁদে আটকে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে নারীরা আজ অবধি সেই পাতা ফাঁদ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। প্রগতির মূলো দেখিয়ে তারা নারীদেরকে ঘর থেকে টেনে বের করে আনল। তাদেরকে ঠেলে দিল ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ এক দুর্গম পথে। মেয়েকে পৃ্থক করে দিল পিতা থেকে, বোনকে ভাই থেকে, স্ত্রীকে স্বামী থেকে, মাকে ছেলে থেকে। সেই সাথে সংসারের সুখ-শান্তি, মায়া-মমতার অপমৃত্যু ঘটল করুনভাবে। শারীরিক এবং মানসিকভাবে তুলনামূলক দুর্বল নারীদের পক্ষে ঘরে

বাহিরÑ দুটো জগতকে সামাল দেয়া কি করে সম্ভব হবে? এক দিকে সাংসারিক দায়িত্ব অপর দিকে গৃহবহির্ভূত পুরুষের ন্যায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি।

তথ্যসূত্রঃ

https://mahadbd.com/%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%b6%e0%a6%b0%e0%a7%9f%e0%a7%80-%e0%a6%a6/

খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু কি মুমিন নারীদের ব্যবসার আইডল

দ্বীনকে আর ফেমিনিজমকে একই সাথে ম্যানেজ করতে চাওয়া বহু বোন খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বানায় নারীদের ব্যবসার মডেল, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বানায় মহিলা প্রফেসর। আমরা যদি আম্মাজান খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার দিকে দৃষ্টি দিই, তাহলে দেখবো যে তিনি আসলে সে অর্থে কোনো ব্যবসায়ী ছিলেন না। তাঁর মূল কাজও ব্যবসা ছিলো না। তিনি তাঁর পৈত্রিকসূত্রে সে সমস্ত সম্পদের মালিকানা লাভ করেছেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বড়ো মানের ব্যবসায়ী। ভালো ম্যানেজিং ক্যাপাসিটিও ছিলো তাঁর। কিন্তু তিনি যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন, তখন কিন্তু তাঁর দ্বারা আর ব্যবসা দেখাশোনা সম্ভব হয়ে ওঠলো না। তিনি যে তাঁর ব্যবসায়ের দায়িত্ব অর্পন করবেন, এমন ছেলেও তাঁর ছিলো না। তাই তিনি তাঁর গুণবতী কন্যা খাদিজার ওপর ব্যবসায়ের দায়িত্ব অর্পন করেছেন।

এই দায়িত্ব আম্মাজান খাদিজার ওপর অর্পন হবার পরেও কিন্তু তিনি ব্যাবসার কাজ নিজেই করতেন না, মানে তিনি নিজে ঘরের বাহিরে গিয়ে ব্যবসা করতেন না। এই ব্যাবসার কাজ পরিচালনার জন্য, ব্যাবসংক্রান্ত বিষয়াদি দেখাশোনা করার জন্যে তিনি একজনকে নিয়োগ দিতেন। যিনি তাঁর পণ্য-সামগ্রী নিয়ে দেশে দেশে, বিভিন্ন শহরে

শহরে সফর করতেন। এভাবেই তাঁর সাথে আমাদের প্রিয় নবি সাইয়্যিদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের সাথে পরিচয় এবং বিবাহ।

এবং মা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বিবাহের পরে ব্যাবসার কাজ পরিচালনা করেননি। তিনি তাঁর সমুদয় সম্পত্তি দান করে দিলেন নিজের স্বামী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামকে। আর মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামও দ্বীন প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে সেই সম্পত্তিগুলোকে ব্যবহার করেছেন। খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বিয়ের পরে সেই অর্থেও আর ব্যাবসায়ী থাকেননি। তিনি তাঁর ঘর-সংসারের কাজে মনোযোগী ছিলেন। করেছেন তাঁর স্বামীর কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা !

মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন এই খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-ই কিন্তু সেই গুহায় গিয়ে খুব কষ্ট স্বীকার করেন খাবার দাবার দিয়ে আসতেন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওহী নাজিল হবার কালে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিলেন, ভীষণ বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন কিন্তু এই খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-ই তাঁকে সাহস যোগাতেন। তাঁর মনে শক্তি সঞ্চয় করতেন। তাঁকে উদ্দীপ্ত রাখতেন।

ইসলাম এবং ফেমিনিজমকে সমন্বয় করতে চাওয়া আমাদের সেই বোনেরা কিন্তু এভাবে স্বামীর জন্য এমন কষ্ট স্বীকার করতে চায় না। ভীষণ অনাগ্রহী এতে তাঁরা। দিনের পর দিন এভাবে এতো দূরে গিয়ে খাবার দিয়ে আসাটাকে তাঁরা অনেকে দাসীর সাথেও তুলনা করতে দ্বিধাবোধ করে না। সাংসারিক কাজকর্ম তাদের কাছে কথিত দাসত্বেরই চিহ্ন! এই এরাই আবার ব্যাবসায়ী হবার জন্য খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকেই উদাহরণ হিসেবে পেশ করে। অথচ তিনি স্বামী-সংসারের জন্য কীভাবে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন, কীভাবে দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হাজব্যান্ডকে নিবেদিত প্রাণ হয়ে সহযোগিতা করেছেন, সেটা ভুলে যায়!

নবুওয়াতি জিন্দেগীর পূর্বেকার কর্ম নবুওয়াতি পরবর্তী সময়ের জন্যে দ্বীন-শারিয়ার দলীল হতে পারে না। নবুওয়াতি জিন্দেগীর সময় তিনি যা করেছেন, একজন মুমিনের

কাছে সে-সবই হবে উত্তম দলীল। তবুও আমরা যদি তাঁকে (খাদিজা রাঃ) ব্যবসায়ীর উদাহরণ হিসেবে পেতে চাই, তা-ও সেই অর্থে আর উদাহরণ হিসেবে টেকে না। কারণ, তিনি কোনো ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী হিসেবে বা সাধারণ কোনো উদ্যোক্তা হিসেবেও তাঁর জীবন শুরু করেননি। তিনি ব্যাবসায়ের ভার পেয়েছেন তাঁর ভাই না থাকায় পিতার থেকে। কেউ কেউ বলেন স্বামীর ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর স্বামীর সম্পদের মালিকানা লাভ করেছেন।

তারমানে কি নারীদের ব্যাবসা-বানিজ্য কিংবা সাবলম্বী হওয়া নিষিদ্ধ? অবশ্যই না। এটা হারাম বা নিষিদ্ধ নয়। তবে এটা এমনও নয় যে, তাদেরকে কথিত সাবলম্বী হবার নাম করে মূল কাজ বাদ দিয়ে দেয়া হবে। কিংবা ব্যাবসা-বানিজ্যকেই বড়ো করে দেখা হবে। আর এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে।

নারীদের উপার্জন, ব্যাবসা-বানিজ্য ইত্যাদি বিষয়াদি অবশ্যই প্রয়োজনের ওপর নির্ভরশীল। যে নারীর স্বামী নেই, যিনি বিধবা, উপার্জনক্ষমও কেউ নেই, বাবা বা ভাই-ও নেই, থাকলেও তারা দায়িত্ব পালন করেন না, তার প্রতি খেয়াল রাখেন না; অথচ বাচ্চাগুলো ছোটো ছোটো, তারা জীবীকা নির্বাহ করার মতো বয়সেও উপনীত হয়নি, তখন সে নারীর জন্য অবশ্যই উপার্জন করার মতো কিছু একটা করতে হবে। আর সেটা হতে হবে পর্দার অন্তর্ভুক্ত থেকে। হালালপন্থায়। হতে পারে সেটা ব্যাবসা কিংবা শরীয়াহ সম্মতপন্থায় ভিন্ন কিছু!

কিন্তু আমাদের কাছে দ্বীন আর ফেমিনিজমকে ধারণ করতে চাওয়া মানুষগুলো যেভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করে, বিষয়টি মোটেও সেরকম কিছু নয়। সেটা অবশ্যই প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত। খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে আইডল হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে একজন স্ত্রী হিসেবে। স্বামীর অনুগত একজন সংসারী নারী হিসেবে। একজন আদর্শ মা হিসেবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে সঠিক বুঝ প্রদা করুন।

তথ্যসূত্র:

https://www.islamilecture.com/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%81-%E0%A6%95%E0%A6%BF/

গৃহবিমুখ নারী: পরিপ্রেক্ষিত সামাজিক অবক্ষয়

নারী যখন গৃহকর্মকে উপেক্ষা করে বহির্জাগতিক কাজে মনোযোগী হবে তখন তার অশুভ প্রভাব পরিবারের গণ্ডি ছাপিয়ে ধীরে ধীরে সমাজের উপর গিয়ে পতিত হবে। পারিবারিক ব্যবস্থা হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূতিকাগার। সমাজের পারিবারিক অবকাঠামো যদি বিধ্বস্ত হয় তাহলে সে দেশের মাটি স্বর্ণ প্রসব করলে বা কলকারখানা-মিলফ্যাক্টরী মনি-মুক্তা উৎপাদন করলেও মানুষ সুখ শান্তির নাগাল পাবে না। শান্তি নামক সোনার হরিণ অধরাই থেকে যাবে আজীবন। ইউরোপ আমেরিকায় পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে সেখানকার সমাজ জীবনে অশান্তি ও অস্থিতিশীলতার চরম অবস্থা বিরাজ করছে। মানুষ অশান্তির অনলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। অথচ তারা পশ্চাদপদ এমনকি উন্নয়নশীল দেশের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈর্ষণীয় স্থান দখল করে আছে। কিন্তু সম্পদের প্রাচুর্য ও বস্তুগত উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ এক অজানা অস্থিরতায় ভুগছে। এই অস্থিরতা লাঘবে কেউ মাদকাসক্ত হচ্ছে, আর কেউ ঘুমের ট্যাবলেট গিলে শান্তি অন্বেষণ করছে। অবশেষে এগুলোও যখন অস্থিরতা লাঘবে ও প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয় তখন সর্বশেষ হাতিয়ার হিসেবে আত্মহত্যাকে বেছে নেয়া হয়। আর এ জন্যই সেখানে আত্মহত্যার হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাস্টিস মুফতী তক্বী উসমানী সাহেব বলেন,

ইতালিয়ান বংশোদ্ভূত এক শিক্ষিত লোক। এখনো সে বিবাহ করেনি। বিবাহ না করার কারণ সম্পর্কে সে বলল, 'আমাদের সমাজে বিবাহ-শাদী অর্থহীন হয়ে পড়েছে। বিবাহত্তোর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠে না। বিবাহ এখন অস্থায়ী ও কৃত্রিম সম্পর্কের অপর নাম। অনেক ক্ষেত্রেই এখন বিবাহের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, একে অপর থেকে আর্থিক সুবিধা লাভ করা। এ জন্য বহু নারীদের দেখা যায় তারা বিবাহের পর দ্রুত ডিভোর্স দিয়ে দেয়। আর সরকারি আইনের সুবাদে স্বামীর সম্পদের বিশাল অংশ হাতিয়ে নিয়ে তাকে দেউলিয়া বানিয়ে দেয়। এ সমাজে বুঝা দুস্কর যে, কে স্বামীর সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে; আর কে বিশ্বস্ততার সাথে জীবন কাটানোর জন্য অটুট বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে।' বেদনাভরা কণ্ঠে সে কথাগুলো বলে শেষ করলো। পরে আক্ষেপ ও আফসোসের সুরে সে একথাও বললো 'আহ! এশিয়ান রাষ্ট্রগুলোতে বিবাহের বন্ধন কতোইনা অর্থবহ। বিবাহের সুবাদে এক চমৎকার স্থায়ী পারিবারিক জীবন অস্তিত্ব লাভ করে। একে অপরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়। আমরা এমন পারিবারিক জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি।' এ হলো একজন ড্রাইভারের মন্তব্য। এ থেকে সহজেই অনুমিত হয়, পশ্চিমা বিশ্বের পারিবারিক এবং সামাজিক অস্থিরতার গতি প্রকৃতি। এ সবই নারী স্বাধীনতার অশুভ পরিণতি। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভ বলেন,

আমরা আমাদের কঠিন বাস্তবতা সম্পন্ন দুঃসাহসিক ইতিহাসের অতীত বছরগুলোতে নারীদের যেসব অধিকার ও প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ আরোপ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি তা হলো মা ও গৃহিণী হিসেবে, তেমনি সন্তানদের আদব-শিষ্টাচার প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নারীদের করণীয় বিষয়। নারীদের করণীয় এ সুফল থেকে সমাজ চরম ভাবে বঞ্চিত হয়েছে। নারীরা যেহেতু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছে, ভবন নির্মাণের তদারকি, বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে, এ ছাড়া অন্যান্য শ্রমনির্ভর কাজে ব্যস্ত থাকছে তাই তারা এতটুকু সময়ই বের করতে পারছে না, যার দ্বারা পারিবারিক দৈনন্দিন কাজ সামলাবে এবং সন্তান পালন ও পারিবারিক উন্নত পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখবে। এখন আমাদের নিকট এ তত্ত্ব বড় পরিষ্কারভাবে

উন্মোচিত হয়েছে, আমাদের বহু সমস্যা যা শিশু ও তরুণদের জীবন পদ্ধতি কেন্দ্রিক; নীতি-নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উৎপাদন সংক্রান্ত। এগুলো এ কারণেই দেখা দিয়েছে যে, আমাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে। পারিবারিক কর্ম ব্যস্ততা পালনে সবাই দায়দায়িত্বহীন ও উদাসীন হয়ে গেছে। আমরা নারীদের প্রত্যেক বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ দাঁড় করার যে রাজনৈতিক যথার্থ ও নিষ্ঠাপূর্ণ চেষ্টা করেছি এটা সে চেষ্টার বিপরীতমুখী ফলাফল।

এ জন্যেই এখন আমরা সমাজ পূর্ণগঠনে এ ত্রুটি সামলানোর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছি। আর এ কারণেই মিডিয়া, জনসংগঠন, বিভিন্ন কর্মস্থল এমনকি নিজ নিজ বাড়িতে এমন জোরালো আলোচনা পর্যালোচনা চালানো হচ্ছে যে নারীদের নিরেট নারীত্বের মিশনের প্রতি কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় এবং তার জন্য আমাদের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। (পৃষ্ঠা ১১৭, মুদ্রণ ১৯৮৭)

এটি হল, এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি, যার সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক জীবন বা নারী-পুরুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে কোন ধরনের ধর্মীয় মূল্যবোধের দখল নেই। সে সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধের ধারণাই নেই। অতএব পারিবারিক ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হওয়ার উপর তার আক্ষেপ কোন প্রত্যাদেশগত নির্দেশনার প্রতিফলন নয়; বরং নিরেট বস্তুবাদী জীবন দর্শন সচক্ষে প্রত্যক্ষকরণ ও সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিক্রিয়া।

এ তো হলো, নারীর গৃহবিমুখ বা কর্মস্থলমুখিতার অশুভ পরিণতি একটি দিক। অন্যদিকে নারীরা আপন কর্মস্থলে গিয়ে কি পরিমাণ লাঞ্ছনা ও যৌন হয়রানীর শিকার হচ্ছে তার পরিসংখ্যান দিতে গেলে বড় সড় একখানা অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত হয়ে যাবে। বস্তুত বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় নারী বিবেচিত শুধু ভোগের বস্তু হিসেবে। এ বিষয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝে কোন প্রভেদ ও মতভেদ নেই। আধুনিক সমাজের গর্বিত সদস্যগণ মুখে মুখে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কথা বললেও বাস্তব ক্ষেত্রে তারা উপরোক্ত বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন। দৈনিক পত্রিকার পাতা থেকে দু একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

গত ১১/০৮/২০১০ ইং তারিখে র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‌্যাব) এর সদস্যরা রাজধানির একটি বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে। র‌্যাব-৯ শ্রীমঙ্গল ক্যাম্পের কমান্ডার কাওসার মাহমূদ জানিয়েছেন, ঐ শিক্ষক বিয়ের প্রলোভন দিয়ে একজন তরুণির সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং গোপন ক্যামেরায় সে দৃশ্য ধারণ করে। এর পরের কথা বলাই বাহুল্য। এক পর্যায়ে সে বিদেশে পিএইচডি করতে যাওয়ার কথা বলে মেয়েটির কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে এবং টাকা দিতে ব্যর্থ হলে ধারণকৃত ভিডিওচিত্র বাজারজাত হবে বলে হুমকি দেয়। নিরুপায় হয়ে মেয়েটি মামলা দায়ের করলে ঐ শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয় এবং তার বাসার কম্পিউটার থেকে ঐ সব ছবি ও ভিডিওচিত্র উদ্ধার করা হয়। মামলা দায়ের প্রসঙ্গে মেয়েটি বলেছে যে, 'আর কোন মেয়ে যাতে এই ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত না হয় এজন্য মামলা দায়ের করেছি।' (দৈনিক আমাদের সময়; ১৩ আগস্ট ২০১০ ইং)

ঘটনার শিকার মেয়েটি তো মূর্খ বা অসচেতন নয়। তাহলে কেন সে 'প্রতারিত' হল? তদ্রƒপ প্রতারক ও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কোন ভাসমান 'বখাটে' নয়, তিনি রাজধানির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক, অতএব শিক্ষিত।

আইরিণ আক্তার (২২) একজন গার্মেন্টকর্মী। মিরপুরের একটি গার্মেন্টে কাজ করার সময় এক সহকর্মী তাকে উত্যক্ত করত। তাই মিরপুরের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে আদমজী একটি গার্মেন্টে চাকুরি নিয়েছিল। এদিকে ঐ সহকর্মী ও বিভিন্নভাবে খোঁজা-খুজি করে আদমজির ঐ গার্মেন্টে চাকুরি নেয় এবং মেয়েটিকে বিরক্ত করতে থাকে। গত ৪ মে আইরিন বাদী হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি জিডি করলেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। গত ২২ আগস্ট সকালে ঐ সহকর্মী আইরিনের বাসায় গিয়ে তাকে না পেয়ে তার বোনকে মারধর করে। থানায় জানানো হলেও পুলিশ তাতে কর্ণপাত করেনি। নিরুপায় হয়ে আইরিন বাসায় ফেরে এবং গলায় ওড়না পেঁচিয়ে সিলিং-ফ্যানের সাথে ঝুলে পড়ে। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে, প্রতিবেশিরা টের পেয়ে দ্রুত ছুটে এসেছিল, ফলে সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। (আমার দেশ; ২৩ আগস্ট পৃষ্ঠা ২)

যখন থেকে আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্লাবন আছড়ে পড়েছে। বিশেষ করে টি, ভি, ভিডিও ইংলিশ ফিল্মের ছড়াছড়ি শুরু হয়েছে, বিধর্মীদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আমাদের গ্রাস করে নিয়েছে, তখন থেকে আমাদের কেউ অচৈতন্যে আর কেউ সচেতনভাবেই সেই পশ্চিমা বিশ্বের সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি।

আলহামদুলিল্লাহ, এখনো আমাদের সমাজে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েনি। কিন্তু যে গতিতে পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসন আমাদের মাঝে বিস্তার করছে, আমাদের গ্রামে-গ্রামে, বাড়ি-বাড়ি তাদের নোংরা জীবন পদ্ধতি মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে তা ভাবনাহীন চিত্তে নারীদের ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। পরিবার ও পারিবারিক জীবন থেকে যেভাবে দ্রুতগতিতে ইসলামী শিক্ষা বিদায় নিচ্ছে, তা আমাদের ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার জন্য মারাত্মক অশনি সংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন থেকেই এর প্রতিবিধানে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। নতুবা পারিবারিক জীবনের সব সুখ-শান্তি, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা ধূলোয় মিশে যাবে।

তথ্যসূত্র :১. কুরআনুল কারীম, ২. সহীহ বুখারী, ৩. সুনানে আবু দাউদ, ৪. সহীহ মুসলিম, ৫. সুনানে তিরমিযী, ৬. মুসনাদে আহমাদ, ৭. তাফসীরে মা‘আরিফুল কুরআন, ৮. আলমউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলকুওয়াইতিয়্যাহ, ৯. আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ১০. Persstroica, ১১. দৈনিক আমাদের সময়, ১২. দৈনিক আমার দেশ।

https://mahadbd.com/%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%b6%e0%a6%b0%e0%a7%9f%e0%a7%80-%e0%a6%a6/

মুসলিম বোনদের জন্য লাভজনক হালাল চাকরি

ফ্রিল্যান্সিং এবং একজন উদ্যোক্তা হওয়া একজন মুসলিম বোন এবং ইসলামের সকল নারীর জন্য সবচেয়ে সম্মানজনক, বিশ্বস্ত এবং শালীন পেশা যা মর্যাদাকে একটি স্তরে রাখে।এই ধারণাগুলির মধ্যে সময়, স্থান বা চেহারার কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

ব্লগিং - একটি বিষয়বস্তু লেখক হওয়া ব্লগিং তাদের জন্য একটি চমৎকার বিকল্প, যাদের শব্দের সাথে একটি উপায় আছে এবং তাদের ধারণাগুলিকে ভালভাবে লিখিত তথ্যে পরিণত করে নিজের ব্লগ তৈরি করা, গবেষণা পত্র লিখন, নিজস্ব ব্লগ ব্যবহার করে পণ্য প্রচার এবং বিক্রয় সম্ভব।সামান্য সোশ্যাল মিডিয়া দক্ষতার সাথে, খুব বেশি পরিশ্রম ছাড়াই অনলাইনে নিজস্ব পণ্য বাজারজাত করা সম্ভব এবং নিজস্ব ছোট ব্যবসাকে খুব দ্রুত সফল করা সম্ভব। একটি ফুড ব্লগ, প্যারেন্টিং ব্লগ, লাইফস্টাইল ব্লগ বা ব্যক্তিগত ব্লগ শুরু করা এবং অনলাইনে নিজস্ব পরামর্শ শেয়ার করা। নিজের ব্লগ পোস্টে পণ্য/পরিষেবা সুপারিশ করা।

ব্লগ পোস্ট লেখা এবং নিজের ব্লগ পরিচালনা করাও মুসলিম মহিলাদের জন্য উপযুক্ত কারণ কাজের প্রকৃতি এবং এর সরলতার কারণে। তাছাড়া, ব্লগ পোস্ট-রাইটিং জবগুলিও ভাল বেতন দেয়, যা তাদের মুসলিম মহিলাদের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

ইউটিউবিং: যে বিষয়ে আগ্রহী এমন কিছুতে ভিডিও আপলোড করা এবং ক্রমবর্ধমান ইউটিউব সম্প্রদায়ের সুবিধা নেওয়া।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং: মুসলিম বোনদের জন্য এফিলিয়েট মার্কেটিং হল সবচেয়ে সহজ অনলাইন ব্যবসা হালাল কাজ। অনলাইনে পণ্য, পরিষেবা, কোর্স, কোম্পানি, সফ্টওয়্যার এবং অন্যান্য শত শত প্রকল্প প্রচার করা সম্ভব।

তদুপরি, ডোমেন এবং ওয়েব হোস্টিং বিক্রি করা এবং অধিভুক্ত পণ্যগুলির প্রতি লোকেদের জড়িত এবং শিক্ষিত করা সম্ভব। এইভাবে, কেউ সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে সত্যিকারের কেনাকাটা করলে একটি উচ্চ কমিশন উপার্জন করা সম্ভব।

একটি ব্লগ তৈরি করে, ইউটিউবের মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এবং ব্যক্তিগতভাবে সেই প্ল্যাটফর্মের নীতি অনুসারে এই সমস্ত প্রোগ্রামগুলি অনলাইনে প্রচার করা সম্ভব ।

গ্রাফিক ডিজাইনিং: এটি কোন গোপন বিষয় নয় যে গ্রাফিক ডিজাইন একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র এবং এর চাহিদা প্রতিদিন বাড়ছে।

ডিজাইনিং টুল শেখার জন্য বিনামূল্যে অনলাইন সম্পদ উপলব্ধ। তারপর, Fiverr, 99design, এবং Freelancer-এর মতো ফ্রিল্যান্স প্ল্যাটফর্মগুলিতে নিজের

পরিষেবাগুলি পোস্ট করা। এটি হালাল মুনাফা অর্জনের মধ্যম।

ডিজিটাল মার্কেটিং – সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং – ইমেইল মার্কেটিং:

অনলাইন বিপণন, বা ডিজিটাল বিপণন, ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল যোগাযোগের অন্যান্য রূপ ব্যবহার করে সম্ভাব্য গ্রাহকদের সাথে সংযোগ স্থাপনের একটি উপায়। শব্দটি শুধুমাত্র ইমেল, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন বিজ্ঞাপন নয়, পাঠ্য বার্তা এবং মাল্টিমিডিয়াও অন্তর্ভুক্ত করে।

সোশ্যাল মিডিয়া বিপণনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। তাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করার জন্য, কোম্পানিগুলি ব্যক্তিদের অর্থ প্রদান করে কারণ তাদের ব্যস্ত সময়সূচী তাদের এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা সময় দিতে দেয় না।

ইমেল মার্কেটিং হল অনলাইনে পণ্য/পরিষেবা বিক্রির অন্যতম জনপ্রিয় পদ্ধতি। নিজের বাড়িতে বসে ক্রেতার পরিষেবা প্রচার করতে সাহায্য করা।

সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করে বাড়িতে থেকেও কাজ করা সম্ভব। কোম্পানি এবং সেলিব্রিটিরা তাদের সামাজিক অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞের সন্ধান করছে কারণ তাদের এটিতে ব্যয় করার সময় নেই।

ভার্চুয়াল সহকারী:

এটি অনলাইন সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ভার্চুয়াল সহকারী হওয়ার জন্য অবশ্যই ভাল সাংগঠনিক দক্ষতা এবং মাল্টিটাস্কিং ক্ষমতা থাকতে হবে।

অনলাইন কোর্স তৈরি করা: আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী মহিলা হওয়ার দ্রুততম উপায় হল একটি অনলাইন কোর্স তৈরি করা এবং বিক্রি করা।

বই লেখা

ইবুক লেখা, একটি বই আকারে আপনার নিজের দর্শন লেখা. অনলাইনে বই বিক্রি করা।

এসইও: সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন হল আরেকটি লাভজনক দক্ষতা যা বাড়িতে থেকে কোম্পানির জন্য করা সম্ভব।

সার্চ ইঞ্জিনে র‍্যাঙ্কিং করে ব্যবসার বৃদ্ধিতে সহায়তা করা সম্ভব।

অনলাইনে এসইও পেশাদারদের একটি উচ্চ চাহিদা রয়েছে এবং মহিলারা এই পেশাটিকে ক্যারিয়ার হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন।

অনলাইন টিউটরিং

ব্যবহারকারী পরীক্ষা/প্রুফরিডিং

অনলাইন অনুবাদক

অনলাইন সার্ভে করা

অনলাইন তথ্য অনুপ্রবেশ

অনলাইন রান্নার পাঠ

বেবি সিটিং/চাইল্ড কেয়ার

মুসলিম বোনেরা এই কাজটি ঘরে বসেই শুরু করতে পারেন অন্যতম সেরা হালাল কাজ।

একজন ডাক্তার বা নার্স হিসাবে সেবা

স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা: যে কোন মুসলিম মহিলা স্কুল বা কলেজে শিক্ষকতা করা সম্ভব। ছেলে হোক বা মেয়ে, আগামী প্রজন্মকে সঠিক পথে রাখতে শিক্ষা দেওয়া খুবই জরুরি।

তথ্যসূত্র:

https://wellguider.com/islamic/profitable-halal-jobs-for-muslim-sisters-career-for-women-in-islam/

উপসংহার

পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে নারীর মান সম্মান বলতে কিছু ছিল না। প্রাচীন পণ্ডিত এবং দার্শনিকরা দীর্ঘদিন যাবত বিতর্ক করে নিজেদের সময় ব্যয় করেছেন যে, নারীদের মাঝে কি রুহ বা আত্মা বলে কিছু আছে? আর যদি থেকেই থাকে-তাহলে তা কি মানুষের না কোন পশুর? আর যদি মানুষের আত্মা হয়ে থাকে তাহলে পুরুষের বিপরীতে তার সামাজিক অবস্থান কোথায়? নারীরা কি জন্মগতভাবে পুরুষের দাস? ইত্যাদি। গ্রীক এবং রোমান সমাজেও নারী ছিল নিগৃহীত, নির্যাতিত, শোষিত।

ইসলামী আইনে আদর্শিক, চারিত্রিক সংস্কারের ফলে নারীজাতি সামাজিক যে মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেছে, এর দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোন সমাজ ব্যবস্থা, মতবাদ ও ধর্ম উপস্থাপন করতে পারেনি। ইসলামী আইনে নারীজাতি সত্তাগতভাবে জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও উৎকর্ষতার ঐ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম যেখানে পুরুষ আরোহণ করতে পারে। এ মর্যাদা বা সম্মান প্রাপ্তিতে নারীত্ব কোনো বাধা বা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না।

আজ বিশ্বব্যাপী নারী স্বাধীনতা ও নারী প্রগতির নামে নারীর নারীত্বকে বিনষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। অপরিণামদর্শী কিছু মানুষ নারীকে ভোগের উপকরণ ও ব্যবসায়ী পণ্য রূপে

উপস্থাপন করছে। গৃহকর্ত্রী, স্বামীর জীবন সঙ্গিনী, সন্তানের জননী হিসেবে বর্তমান সমাজে নারীর কোনই মর্যাদা দেয়া হচ্ছে না। একমাত্র ইসলামই সার্বিকভাবে নারীকে তার স্বভাবজাত অবস্থানে রেখে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষকে স্ব স্ব অবস্থানে রেখেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা হয়। এজন্য তাদের আলাদা আলাদা কর্মস্থলের ব্যবস্থা করেছে ইসলাম। ইসলামে নারী পুরুষ উভয়ই মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদার অধিকারী। পুরুষত্বের কারণে সম্মান লাভ করবে, নারীত্বের কারণে লাঞ্ছনা ভোগ করবেÑ এরূপ আচরণ ইসলামে পরিত্যাজ্য।

আমাদের কর্তব্য হল নারীকে তার পূর্ণ অধিকার প্রদান করা। তার উপর যুলুম-নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার করা হতে সম্পূর্ণ রূপে বিরত থাকা। ইসলামী আইনের নারী অধিকারগুলো যদি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় তবে নারীর উপর যাবতীয় অনাচারের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তখন কর্মসংস্থানের আবেদনও ফুরিয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামী বিধান মতো জীবন পরিচালনা করার তাউফীক দান করুন।

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111370987/